بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৬ অক্টোবর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মরিশাসের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ও অঙ্গ-সংগঠনসমূহ

"মরিশাসের প্রত্যেক আহমদীকে আমাদের জামা'তের জন্য, নিজ পরিবারের জন্য এবং বৃহত্তর পরিসরে সমাজের জন্যও এক সম্পদে পরিণত হতে হবে।" - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৫ অক্টোবর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মরিশাসের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) ।

সভায় আরো উপস্থিত ছিল অঙ্গ-সংগঠনসমূহ - মজলিসে আনসারুল্লাহ (জ্যেষ্ঠ পুরুষদের সংঘ), মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (যুব সংঘ) ও লাজনা ইমাইল্লাহ (নারী সংঘ)–এর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মরিশাসের জাতীয় সদর দপ্তর রোজ হিলে অবস্থিত দারুস সালাম মসজিদ থেকে অংশগ্রহণ করেন।

পঁচাত্তর মিনিটের এ সভায় ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপন ও বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

আমেলার বিভিন্ন সদস্যকে সম্বোধন করতে গিয়ে হুযূর আকদাস তথ্য হালনাগাদ রাখার এবং লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ন্যাশনাল আমেলার একজন সদস্যকে সম্বোধনকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোন লক্ষ্যমাত্রাই যদি না থাকে, তবে আপনারা কিভাবে সফল হতে পারেন? আপনারা কিভাবে উন্নতি করতে পারেন? নিজেদেরকে কাজের জন্য দায়বদ্ধ করতে হলে স্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকা অত্যাবশ্যক। অন্যথায়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকার পরিণাম অলসতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।"

হুযূর আকদাস নবীন বয়সের আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আন্তরিক সেবার প্রেরণা নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর (জাতীয় সভাপতি)-এর উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দূর-দূরান্তে ইসলামের শিক্ষার প্রচার এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াসের শিরোভাগে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার থাকা উচিত। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে, আহমদী যুবকদের সামনের কাতারে আসা উচিত, কেননা আপনারাই সেই সকল মানুষ যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যৎ, আর ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর দায়িত্বসমূহ আপনাদেরই কাঁধে ন্যস্ত হতে চলেছে।"

যারা বেকারত্ব নিয়ে সমস্যাক্লিষ্ট রয়েছেন, তাদের সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রদানের বিষয়ে ন্যাশনাল উমূরে আমা বিভাগের কাজ করার আবশ্যকতা সম্পর্কেও হুযূর আকদাস কথা বলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বেকার আহমদীদের সহযোগিতা করার জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। আপনাদের চেষ্টা করা উচিত, যারা সমস্যায় নিপতিত তাদেরকে এমন পথ দেখানোর, যেন তারা জীবিকা নির্বাহের কার্যকর রাস্তা খুঁজে পান এবং তাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এটি আপনাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, মরিশাসের প্রত্যেক আহমদী যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য, তার পরিবারের জন্য এবং বৃহত্তর পরিসরে সমাজের জন্য এক সম্পদে পরিণত হয়।"

হুযূর আকদাস বলেন, এটি ন্যাশনাল উমূরে খারেজা (বহিঃসম্পর্ক) বিভাগের দায়িত্ব যে, তারা যেন বাইরের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনীতিবিদদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যাতে সমাজের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত হয় এবং বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মানুষের মাঝে অন্তরায়সমূহ দূর করতে সহায়ক ভূমিকা রাখা সম্ভবপর হয়।

উপরন্তু, হুযূর আকদাস বলেন যে, প্রতিটি পর্যায়ের মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যের স্বেচ্ছায় প্রতি বছর দুই বা তিন সপ্তাহ পবিত্র কুরআন শেখানো বা ইসলামের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছানো (তবলীগ)-এর জন্য সময় উৎসর্গ (ওয়াকফে আরযী-তে অংশগ্রহণ) করা উচিত।

সভার সমাপ্তিলগ্নে, হুযূর আকদাস মরিশাসের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে অঙ্গ-সংগঠনগুলোর সাথে তিনি পৃথক সভার আয়োজন করবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের সভার সিংহভাগ সময় মরিশাসের ন্যাশনাল আমেলার সাথে আলোচনায় ব্যয় হয়েছে। তাই লাজনা ইমাইল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ অঙ্গ-সংগঠনসমূহ প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আমার সাথে পৃথক সভায় মিলিত হতে পারেন, আর এ বিষয়ে প্রথম অধিকার পাবেন লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাবৃন্দ। তথাপি আজকে আলোচিত অনেকগুলো বিষয় অঙ্গ-সংগঠনগুলোর জন্যও কল্যাণকর হবে, আর তাই তাদের উচিত হবে তদনুযায়ী

নিজেদের কাজের উন্নতি করা। এটি অত্যাবশ্যক যে, সকল পর্যায়ের মজলিসে আমেলাসমূহের সকল সদস্য যেন তাদের নিজ নিজ বিভাগের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং তারা যেন সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়াসী হন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন এবং আপনাদেরকে সর্বোত্তম উপায়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবার তৌফিক দান করুন। আমিন।"